দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2018
পৃষ্ঠা … কলাম …

ছয়বার সময় নিয়েও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি ৩৩ বিশ্ববিদ্যালয়

শর্ত পূরণে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিকল্প নেই : শিক্ষামন্ত্রী

■ নিজামুল হক

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সর্বশেষ গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পেয়েছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা। ছয়বার সময় বৃদ্ধির পরও ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবে অতীতের উদারনীতির আলোকে ফের সময় পাবেন এমন আশা করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিকরা। এ কারণে অনেকটা উদাসীনও তারা। আইন না মানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে সরকারের উদারনীতিও প্রকাশ পায়। সরকারের উদারনীতির সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের আইন না মানার প্রবণতা দেশের শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন অভিভাবকরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সভা হওয়া কথা ছিল। সেটা হয়নি। অচিরেই এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে আইন প্রণয়ন থেকে ২০১৭ সালের বিভিন্ন সময় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়বার সময় দিয়েছে সরকার। কিন্তু আইন মানার ক্ষেত্রে সরকারের উদারনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ছিল উদাসীন। তাই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গরিমসি করেছে।

সর্বশেষ গতবছর স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেওয়া হয় ২৯ মে। এর মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করতে বলা হয়। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানারাত

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ছয়বার সময় নিয়েও

২০ পৃষ্ঠার পর

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া নির্মাণ কাজের অ… ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যা… ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সি… প্রাইম ইউনিভার্সিটিকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে বলা হয়।

পরবর্তীতে অক্টোবরে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চিঠি দিয়ে ৩১… সব ধরনের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের … হয়। নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হলে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্য… নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি করা হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়ন… এমন কি এ ব্যাপারে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৈঠকের কথা থাকলেও গতকাল র… পর্যন্ত বৈঠক হয়নি।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়- পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইসলামী ও ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইম ইউনিভার্সিটি।

২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আগে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। এই ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এ বলা হয়েছে, 'এই আইনে যাই থাকুক না কেন এই আইন কার্যকর হবার পূর্বে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সনদ গ্রহণপূর্বক স্থায়ী না হইয়া থাকিলে এই আইন কার্যকর হবার পর উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৯ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদপত্র গ্রহণ না করিলে উক্ত সময়সীমার পর সরকার উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতি বাতিল করে উহা বন্ধ করবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে তাগাদা দেওয়া হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাস হওয়ার পর একই বছর 'রেড এলার্ট জারি' করে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই সময় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্যোগই নেয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় ২০১২ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৩ সালে, চতুর্থ দফায় ২০১৫ সালের জুন এবং পঞ্চম দফায় ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে বার বার সময় বেঁধে দেওয়ার পরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে ব্যর্থ হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এতে বিস্ময় প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও।

স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকলেও সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম নেই : আবাসিক এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনা আছে। তবে ঢাকার বাইরে গেলে শিক্ষার্থী না পাওয়ার ভয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকার পরও সেখানে পুরোপুরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে না কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস রয়েছে। কিন্তু তারা সেখানে পুরোপুরি শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে না।

ইউজিসির একজন কর্মকর্তা বলছেন, শাস্তি থেকে রেহাই পেতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজধানী ঢাকার বাইরে জমি কিনলেও রাজধানীর আবাসিক এলাকা জুড়ে ভাড়া বাড়িতে ক্যাম্পাস নিয়ে তারা বহালতবিয়তে আছে। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, বিশ্ববিদ্যালয় দূরের কথা, কলেজের প্রাণও নেই সেখানে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আইন না মানা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।। পরবর্তীতে অক্টোবরে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চিঠি দিয়ে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হলে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি করা হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি। এমন কি এ ব্যাপারে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৈঠকের কথা থাকলেও গতকাল রবিবার পর্যন্ত বৈঠক হয়নি।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়- পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইসলামী ও ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইম ইউনিভার্সিটি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে তাগাদা দেওয়া হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাস হওয়ার পর একই বছর 'রেড এলার্ট জারি' করে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই সময় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্যোগই নেয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় ২০১২ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৩ সালে, চতুর্থ দফায় ২০১৫ সালের জুন এবং পঞ্চম দফায় ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়।